রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৫১৫
ই-মেইল : dgmlad1@rakub.org.bd
ওয়েব সাইট : www.rakub.org.bd

"মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতি"

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৪/২০২০ তারিখ: ১৪.০৫.২০২০

বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় কৃষকের অনুকূলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান নীতিমালা।

নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে শস্য ও ফসল চাষের জন্য কৃষক পর্যায়ে স্বল্পসুদে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষ করার জন্য কৃষক পর্যায়ে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণের কর্মসূচি ইতোমধ্যে চালু রয়েছে। এক্ষণে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্য ও সুদ-ক্ষতি সুবিধার আওতায় কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা হিসেবে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (সংযোজনী-১)। বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫% হারে সুদ-ক্ষতি সুবিধা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত ২৭.০৪.২০২০ তারিখে জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০২ এর নির্দেশনার আলোকে এ ব্যাংকের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা জারী করা হলো।

১. **স্কীমের নামঃ**

নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান।

২. **ঋণের খাতঃ**

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষ।

৩. **সুদের হারঃ**

(ক) এ স্কীমের আওতায় কৃষক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য)।

(খ) উল্লিখিত সুদ হার চলমান এবং নতুন (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিতরণকৃত/বিতরণতব্য ঋণের ক্ষেত্রে) ঋণগ্রহিতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

(গ) ৩০ জুন, ২০২১ এর পর চলমান ঋণসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) ঋণ মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। **মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের র্নিধারিত স্বাভাবিক সুদের হার ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।**

৪. **স্কীমের মেয়াদঃ**

এ স্কীমের মেয়াদ হবে ১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

৫. **ঋণের মেয়াদঃ**

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা মোতাবেক শস্য/ফসলভিত্তিক ঋণের মেয়াদ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চলমান পাতা-০২

৬. **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্য আগ্রহী প্রকৃত কৃষকগণ।

৭. **ঋণ সীমাঃ**

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বর্ণিত নিয়ামাচার অনুসরণে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

৮. **ঋণ মূল্যায়নঃ**

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে এ ব্যাংকে প্রচলিত শস্য ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক এ স্কীমের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনকৃত ঋণ মূল্যায়ন করতে হবে।

৯. **ঋণ বিতরণঃ** শাখায় পরিচালিত ঋণগ্রহিতার সংশ্লিষ্ট সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে ঋণের অর্থ বিতরণ করতে হবে।

১০. **হিসাব সংরক্ষণঃ**

(ক) এ স্কীমের আওতায় নিম্নবর্ণিত হেড-এর মাধ্যমে ঋণ হিসাব পরিচালনা করতে হবে;

GL Account No		Account Type/Product Code		Income Head	
IBS	CBS	IBS	CBS	IBS	CBS
101/17	9020402001023	71	563	46/1	9030101001097

(খ) সিবিএস/আইবিএস ছাড়াও শাখায় এতদসংক্রান্ত একটি পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. **ঋণ আদায়ঃ**

(ক) এ স্কীমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত দেয় তারিখের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) ঋণ মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে সার্কুলারের ০৩ (ঘ) নম্বর শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১২. **পরিদর্শন ও তদারকিঃ**

(ক) ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক ফলপ্রসু তদারকির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) জোনাল ব্যবস্থাপকগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ স্কীমের আওতায় ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন।

(গ) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ এ স্কীমের আওতায় ঋণের যথার্থতা ও সদ্ব্যবহারে বিষয়ে সজাগ থাকবেন। এ লক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপকগণ Random Sample Basis এ ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন।

(ঘ) প্রধান কার্যালয়ের এতদসংক্রান্ত মনিটরিং টীম ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১) কর্তৃক সময়ে সময়ে ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শনসহ ঋণের সদ্ব্যবহার ও যথার্থতা যাচাই করা হবে।

১৩. **সুদ-ক্ষতি ভর্তুকী দাবীঃ**

(ক) আলোচ্য স্কীমের আওতায় ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে ৫% হারে সুদ-ক্ষতি বাবদ পুনঃভরণ সুবিধা পাওয়া যাবে। এমতপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক শাখা থেকে জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে সুদ-ক্ষতি পুনঃভরণ দাবী বিষয়ক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অতিক্রান্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ঋণ ইতোমধ্যে কৃষি ও পল্লী নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষে বিতরণ করা হয়েছে তন্মধ্যে, শুধুমাত্র এপ্রিল-জুন, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণসমূহের বিপরীতে এপ্রিল-জুন মাসের বকেয়া ঋণ স্থিতির উপর চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক **১০.০৭.২০২০** তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-২) বিবরণী জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় থেকে সংকলিত বিবরণী **১৫.০৭.২০২০** তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

(গ) অপরদিকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণসমূহের বিপরীতে উক্ত অর্থবছর শেষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক ১০.০৭.২০২১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে বিবরণী জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় থেকে সংকলিত বিবরণী ১৫.০৭.২০২১ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণগুলোর (ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল) বিদ্যমান সুদ হার ১এপ্রিল, ২০২০ হতে ৪% এ পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

১৪. **বিশেষ নির্দেশনাঃ**

(ক) নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অনুকূলে এ স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(খ) কৃষকদের অনুকূলে ৪% সুদ হারে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫% সুদ-ক্ষতি পুনঃভরণ সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দৈবচয়ন (Random Sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য মর্মে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করা হবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা ব্যাংকের মোট দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে। এমতপ্রেক্ষিতে, উল্লিখিত পুনঃভরণ সুবিধা গ্রহণের সার্থে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ পূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে। একইসাথে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় পুনঃভরণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে হবে। এতদপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপরতা ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(গ) শাখা থেকে সুদ-পুনঃভরণ দাবীর আবেদনের সাথে **"শাখা কর্তৃক সরাসরি কৃষকের অনুকূলে ৪% হারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে"** মর্মে প্রত্যায়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) এ সার্কুলারের আওতায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

(ঙ) আমদানী বিকল্প ফসল চাষের জন্য বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী প্রচলিত নিয়মে পৃথকভাবে করতে হবে।

(চ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহকে রেয়াতি সুদ সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, শস্য/ফসলের নাম, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, ঋণ বিতরণ ও সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি একটি পৃথক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুদ-ক্ষতি পুনঃভরণের যথার্থতা যাচাইকালে প্রয়োজনে উল্লিখিত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

(ছ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের তথ্য নির্ধারিত ছক (সংযোজনী-৩) মোতাবেক জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় হতে এতদসংক্রান্ত পুর্ববর্তী সপ্তাহের প্রতিবেদন পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ যথাসময়ে প্রেরণ করবে।

চলমান পাতা-০৪

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৪/২০২০ তারিখ: ১৪.০৫.২০২০

(জ) জোনাল ব্যবস্থাপকগণ জোন ভিত্তিক আলোচ্য খাতে লক্ষ্যমাত্রা আনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং জোরদার করবেন।

(ঝ) শাখাসমূহ সুদ-ক্ষতি দাবী সংক্রান্ত বিবরণী সংযুক্ত ছক মোতাবেক (সংযোজনী-২) জুলাই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। জোনাল কার্যালয়কে জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জোনের সংকলিত বিবরণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সুদ-ক্ষতি দাবী সংক্রান্ত বিবরণী যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এর দায় সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল ব্যবস্থাপকদের উপর বর্তাবে।

১৫. এতদবিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইহা ০১ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে-

১৪.০৫.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

প্রকা/ঋণওঅবি-১/৩৬৩(এসিডি-০২)/২০১৯-২০২০/১২১২(৪৫৪) তারিখ: ১৪.০৫.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

১৪.০৫.২০২০
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা